ABU RAYHAN AL-BIRUNI'S (973-1048) METHODOLOGY IN COMPARATIVE RELIGION: A REVIEW

তুলনামূলক ধর্মচর্চায় আবু রাইয়ান আল-বিরুনীর (৯৭৩- ১০৪৮) পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা

ABDULLAH AL MASUD*

আব্দুল্লাহ আল মাসুদ[1]

ABSTRACT

Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni (September 4, 973-September 11, 1048) was one of the greatest scholars in the world who plays outstanding contribution and his scholarship in various subjects of knowledge including astronomy, physics, metaphysics, history, geography, mathematics, linguistics, earth sciences and comparative religion. Although most of his contributions highlight towards the study of science, mathematics and philosophy but this study focuses his approaches in the study of comparative religion as a distinct branch in knowledge in the early phase of the history of religious studies. He was a multitalented genius, is respected and recognized by both Muslims and Western intellectuals as "one of the greatest scientist of all times whose critical spirit, tolerance, love of truth and intellectual courage were almost without parallel in medieval times'. Al-Biruni greatly contributed to his era through his 120 books and treaties on versatile knowledge with six of them being on religion while Kennedy mentions that he wrote 183 books and treaties total of thirteen thousands pages was an equal load of a camel. Among his total books '18 were on astronomy, 15 on geography, 4 on light rays and sight, 5 on astronomical instruments and its usages, 5 on estimation and fixation of time, 5 on tailed stars, 7 on astrology, 14 on light reading and humor, 6 on religious beliefs, and 22 books on miscellaneous subjects, 5 were lost during his life after completion and a large number of his original texts were destroyed by Changez Khan in 13th Century'. His prominent works *Kitab al-Hind* (History and Geography of India), and *al-Athar al-Baqiyah* (Ancient history of nations and the related geographical knowledge), talk about religions and religious communities which immensely give us valuable information on the religious traditions studied by him in very scientific, systematic and methodological way. Kitab al- Hind was written when he was 53 years old addresses an in-depth study of Hindu religion and its civilization focusing on their religious beliefs, practices, metaphysics, customs, laws, scriptures, literatures, sciences, Geography, astronomies, Myths, philosophies, societies, institutions, traditions, languages, and geography of the land so that reader can learn enough about their religion and civilization. Two third of this book is written on Indian science while other parts

[1]. পি এইচডি গবেষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালেশিয়া।

* PhD Fellow, Dept of Usul-ud-Deen and Comparative Religion, International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia masudwrcdu@yahoo.com

were based on religious, social and philosophical issues relating to India and Hinduism. Al-Biruni, Sachau rightly mentioned, became an Indian for completing the study of Hinduism and he mentions that "and certainly we do not know of any Indian like him, before his time or after" (Sachau, 1879: xxiv). His book *Kitab al-Âthar al-Baqiyah 'an al-Qurûn al-Bâqiyah* (Monuments or Vestiges of Generations of the Past) exposes an idea of different religious communities with their roots, epochs, branches, famous festivals, commemoration days and times, events, months and years. He addressees in this book are the Greeks, the Romans, The Persians, the Jews and the Christians in details, but on a minor scale he discusses the Zoroastrians, the Manicheans, the Magians, the Samaritans, the Khawarizms, the Sughdians and the Sabians. These valuable books have been recognized by modern scholars in the study of religions. Twelve religions and religious communities have been addressed in the books of Kitab al-Athar and Kitab al-Hind. These twelve includes Hinduism, Judaism, Christianity, ancient Greek religion, ancient Persian religion, Zoroastrianism, Magianism, Manicheanism, religions of the Khawarizmians, the Sughduans, the Sabians and the Samaritans. With these religions he also focuses on some cult movements such as Budhasaf, Mazdak, Musaylima, Bahafirid, al-Mukanna, al-Hallaj, and Ibn Abi-Zakaria. As a traditional Islamic scholar Al-Biruni follows the practices and methodologies of traditional Muslim scholars. He always emphasizes on the contextual approach in the study of religion to express the historical narratives of beliefs, practices and religious background. According to Al-Biruni, religions and religious communities will be interpreted, manifested and studied what they are through their scriptures, literatures and traditions which are the most authoritative in the study of other religions. Beside this, he also explores the substantial appraisals, observations and criticism based on the verifications and justifications. He was very sharp in his observation, systematic in his analysis and objectives in criticism with well-planned arguments. In the discussion of religious faiths and practices he refrains himself from criticizing but his comments are very general in nature. In an analytical exposition his explanations was textual analysis rather than polemical approaches. In addition, Al-Biruni comprises between different religious communities: Hinduism and Greek religious tradition, different doctrines and explanations of a religion: the Melkite and the Nestorian Christians and comparison within the religion itself: different versions and interpretations of texts and doctrines. Al-Biruni observed that the Muslim community in his time was unknown and difficult to know everything about other religion especially Hindus and their culture. He personally talks to Hindus like question-answer session e.g. dialogue and explore his experiences whatever and wherever he found about them. This study conducted by qualitative and descriptive method however will show the new perspectives of al-Biruni's scholarship to other religions which helps to understand religious communities and their society, culture, custom and civilization lead to religious harmony in society and resolve the adversities among contemporary religious groups. The study will also contribute to demonstrate the methodological approaches that he used to understand other religious culture and civilization.

Keywords: Comparative Religion, Al-Biruni, Inter-faith Harmony, Religion, Religious Communities

সারসংক্ষেপ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্য গবেষকগণ তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে গবেষণা ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন একাডেমিক পদ্ধতির অবতারণা করলেও মুসলিম গবেষকগণই এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা রাখেন। যেসব মুসলিম মনীষী তুলনামূলক ধর্মচর্চায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক আল-বিরুনী ছিলেন অন্যতম। ইতিহাস, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় তার সরব উপস্থিতি বর্তমান সময়ের গবেষকগণের নিকট এক বিস্ময়। তাঁর লেখনিতে আধুনিকতার ছোঁয়া ও সমালোচনামূলক গবেষণা পদ্ধতির উপস্থিতি ছিল। তাঁর বহুমুখি কর্মযজ্ঞের মধ্য থেকে বক্ষমান প্রবন্ধে তুলনামূলক ধর্ম চর্চায় তাঁর অবদান ও পদ্ধতি আলোচনার প্রয়াস নেয়া হবে, যে পদ্ধতি তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে তুলনামূলক ধর্ম চর্চার ইতিহাসের সূচনাতেই গ্রহণ করেছিলেন। সাথে সাথে আধুনিক প্রেক্ষাপটে তাঁর গৃহীত এ পদ্ধতির প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হবে। গুণাত্মক (Qualitative) ও বর্ণনামূলক (Descriptive) পদ্ধতির আলোকে রচিত এ প্রবন্ধটি তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতি ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি, প্রথা ও সভ্যতা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে তার নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপন ও ধর্মগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সাংঘর্ষিক অবস্থা থেকে উত্তরণে পথ বাতলে দেবে।

মূলশব্দ: তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, আল-বিরুনী, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, ধর্ম, ধর্মীয় সম্প্রদায়।

প্রারম্ভিকা

একজন মানুষ পৃথিবীতে আসার পরে অল্প সময় অবস্থান করে মারা যায়। কবরস্থ বা পুড়িয়া দাফন সম্পন্ন করার সাথে সাথে তার নাম, যশ এবং খ্যাতিও সমাধিস্থ হয়। দাফনের মাধ্যমে সে অনন্তকালের জন্য বিস্মৃতির অতল গহবরে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে কিছু মানুষ দুনিয়াতে আসে ক্ষণিকের জন্য। কিন্তু জ্ঞানজগতে তাদের পদচিহ্ন, অবদান, প্রতিধ্বনি, যশ-খ্যাতি, জীবন ও কর্মের মাধ্যমে লেখকের কলমে, জ্ঞানীর কথায়, শিল্পীর গানে আর শিল্পের মাঝে বেঁচে থাকে অনন্তকাল ধরে। অতীতের জগদ্বিখ্যাত মুসলিম মনীষী, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ধর্মতত্ত্ববিদসহ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিশীল মানুষের কাজ ও অর্জন আমাদের বরাবরই বিস্মিত করে। জ্ঞানের সকল শাখায় তাদের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং পুরনো বিষয়াদিতে নতুনত্ব আনয়নের সকল ক্ষেত্রেই মুসলিমরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তেমনই একজন আবু রাইয়ান আল-বিরুনী, সময়ের নিষ্ঠুর থাবা যার অবদানকে বিস্মৃত করতে পারিনি; বরং জ্ঞানজগতে পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে উদ্ভাসিত হাজার বছর ধরে। তিনি ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভা যিনি জ্ঞানজগতের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে সর্বকালের জ্ঞানীদের তালিকায়

স্থায়ীভাবে নিজের নামাঙ্কিত করেন। বক্ষমান প্রবন্ধে তুলনামূলক ধর্ম চর্চায় তার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হবে, যা বর্তমান যুগেও সমাদৃত ও স্বীকৃত।

আবু রাইয়ান আল-বিরুনীর জীবন ও কর্ম

আবু রাইয়ান মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-বিরুনী ৯৭৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল ও তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রফেসর এফ, এ, সামছি (Shamsi, ১৯৭৯:২৬২) আল-বিরুনীর জন্ম সাল ও স্থান নিয়ে ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। তবে দু'টি প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে যে, তিনি তৎকালীন মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজমের রাজধানী শহর 'কেথে' জন্মগ্রহণ করেন। কেউ বলেন, তিনি বর্তমান উজবেকিস্থানের 'কিভ' শহরে (Allana, ১৯৭৯:১৫০) জন্মগ্রহণ করেন, যা আগে 'খোরাসমিয়া' নামে পরিচিত ছিল (Nasr, ১৯৯৩:১০৮)। তিনি নিভৃত পল্লীর অচেনা অজানা এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকালে মা-বাবা হারা এ সন্তানের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে ইরাকী এক অভিজাত পরিবার। এজন্য তাকে ইরাকী দুধে লালিত-পালিত হিসেবে গণ্য করা হয় (Kamaruzaman, ১৯৯৬:৩৩)। তাঁর গ্রোত্রীয় উৎস পরিচিত না হলেও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তাজিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পারস্য সংস্কৃতির প্রভাবে বড় হন (Said and Khan, ১৯৯০:৫৩)। ফার্সি শব্দ আল-বিরুনী যার অর্থ "বিদেশী" বা "বহিরাগত" (Leaman Ed., ২০১৫:৫৯) নামের পিছনে দু'টি কারণ (Allana, ১৯৭৯:১৫২) উল্লেখ করা হয়। প্রথমতঃ তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন এবং নিজের জন্মশহর থেকে দূরে ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ খাওয়ারিজম শহরের বাইরে একটি বাড়ি অধিগ্রহণ করে সেখানে বসবাস করতেন। শহরে যাতায়াতকারী লোকদেরকে এ শহরের লোকেরা 'খোরেজমি' ভাষায় 'আবিজাক' বলতেন যার ফার্সি শব্দ 'বেরুনি' বা 'বহিরাগত' (হবিবুল্লাহ, ২০১৪:নয়)।

ছোটকালে তিনি প্রথাগত মক্তব ও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ আবু নাসের আল-মানসুরের তত্ত্বাবধানে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং কিছু প্রাথমিক গ্রন্থ রচনা করেন। খোরেজমি আল-বিরুনীর মাতৃভাষা হলেও আরবি ভাষায় তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিনি আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া গ্রিক, হিব্রু, ল্যাটিন ও সিরীয় ভাষায়ও তার পান্ডিত্য ছিল (Syed, ২০০৯:৬৫৩)। মৌলিক ও গভীর চিন্তাধারার অধিকারী এ গবেষক একাধারে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বে পারদর্শী এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তা-চেতনা, মুক্তবুদ্ধি, স্পষ্টবাক, অনমনীয়তা, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচক ও সঠিক মতামতের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ব্যবহারে ছিলেন মার্জিত, আন্তরিক ও অমায়িক। তাঁর খ্যাতি অতি অল্প সময়ে

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। এমনকি তৎকালীন রাজন্যবর্গও তাঁর কথা শোনেন এবং আনুকূল্য প্রদান করেন। এক সময় তিনি তাঁর শিক্ষক আবু নাসের মানসুর ইবন আলির সাথে গজনি চলে যান এবং সেখানেই তার জ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগের সূচনা হয়।

১০১৭ সালে সুলতান মাহমুদ গজনি দখল করলে তিনি শাহী দরবারের রাজ জ্যোতির্বিদ হন এবং সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকবার ভারতে গমন করেন এবং প্রায় ১৪ বছর সেখানে অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন (Ahmed, ১৯৭৯:১৪১)। তিনি সর্বপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপন করা ও বুঝার সহজাত দক্ষতা ছিল আল-বিরুনীর। ফলে অল্প সময়ে হিন্দু পন্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি পাঠ করে হিন্দু ধর্ম, তাদের সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা, আচার-আচরণ, দর্শন, অধিবিদ্যা, আইন, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তীতে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে বন্ধু আবু সাহল আবু মু'নিম ইবনে আলী ইবনে নূহ আত-তিফলিসীর (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:৫) অনুপ্রেরণায় ১০১৭-১০৩০ সাল পর্যন্ত ১৩বছর ধরে তাঁর ৫৩ বছর বয়সে (Saffie, ২০১২:৫৭) আল-বিরুনীর ভারততত্ত্ব বা "কিতাব ফি তাহকিকে মালিল হিন্দ মিন মাকালাতুন মাকবুলা ফিল-আকলি ও মারজুলা" নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে আমরা আজ যা কিছু জানি তার বেশীরভাগই আল-বিরুনীর এই গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। এটি শুধুমাত্র একটি ইতিহাস গ্রন্থ নয়; বরং ভারতের তথা ব্রাহ্মণ সমাজের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত একটি অমূল্য গ্রন্থ।

ভারত থেকে গজনিতে ফেরার কিছুদিন পরে সুলতান মাহমুদ ইন্তেকাল করলে সুলতান মাসউদ (১০৩০-১০৪১) ক্ষমতাসীন হন। সুলতান তাকে খুবই সম্মান ও সমাদার করতেন। তিনি সুলতানের প্রতি খুশি হয়ে তাঁর নামানুসারে ১১ খন্ডের কানুনে মাসউদী লিখে সুলতানের নামে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞান, তৃতীয় খন্ডে ত্রিকোণমিতি, চতুর্থ খন্ডে গোলাকার জ্যোতির্বিদ্যা (Spherical Astronomy); পঞ্চম খন্ডে চন্দ্র-সূর্যের মাপ ও দ্রাঘিমা, ষষ্ঠ খন্ডে সূর্যের গতি ও প্রকৃতি, সপ্তম খন্ডে চন্দ্রের গতি ও প্রকৃতি, অষ্টম খন্ডে চন্দ্র গ্রহণ, নবম খন্ডে স্থির নক্ষত্র, দশম খন্ডে পাঁচটি গ্রহ নিয়ে এবং একাদশ খন্ডে জ্যোতিষ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তার উল্লেখযোগ্য বইসমূহের মধ্যে ভেষজ বিষয়ক কিতাব-ই সায়দানা এবং মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে (Sachau, ১৮৭৯:৫) প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে লেখা "কিতাব আল-আছার আল-বাকিয়া আনিল-কুরুন আল-বাকিয়া" ও অন্যতম, যেখানে তিনি বড় পরিসরে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিশেষ করে গ্রীক, রোম, পারস্য, ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং

ছোট পরিসরে যরথ্রুষ্ট, মানিকিয়ান, ম্যাজিয়ান, সামারিটান, খাওয়ারিজম, সুগদিয়ান ও সাবিয়ানদের উত্থান-পতনের ইতিহাসের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর লিখিত বইয়ের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান। কেনেডির (Kamiar, ২০০৯-১৭৪) মতে, তিনি প্রায় ৩০,০০০ পৃষ্ঠার ১৮৩টি বইয়ের বিশাল এক গবেষণাধর্মী সাহিত্য ভান্ডার রচনা করেন। অন্যদিকে আলানার (Allana, ১৯৭৯:১৫১) মতে, তিনি ১২০টি বই লেখেন, যার মধ্যে ১৮ টি জ্যোতির্বিদ্যা, ১৫টি ভূগোল, ৪টি আলোকরশ্মি ও দৃষ্টিশক্তি, ৫টি জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্র ও এর ব্যবহার, ৫টি সময় অনুমান ও নির্ধারণ, ৫টি তারকাগুচ্ছ, ৭টি জ্যোতিষশাস্ত্র, ১৪টি আলোকবর্ষ ও কৌতুক, ৬টি ধর্ম এবং ২২টি বিবিধ বিষয়ের উপর লেখেন এবং ৫টি বই তাঁর জীবদ্দশায় হারিয়ে যায় (Aziz, ১৯৭৯:১৫৮)। তাঁর বিশাল এই সাহিত্য ভান্ডারের কয়েকটির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। তার জীবদ্দশার প্রায় সময়টা মুসলিম বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও তিনি সকল কিছুর উর্ধ্বে থেকে তার কাজ চালিয়ে যান এবং সর্বকালের সেরা একজন গবেষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলে দেখিয়ে দেন যে, কিভাবে রাজনৈতিক সমস্যা, বিশৃঙ্খলা এবং জীবনের অন্যান্য সমস্যার উর্ধ্বে থেকেও মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনে কাজ করা যায়।

মধ্যযুগের বিশ্বখ্যাত জ্ঞানের আধার এই গবেষক ১১ই সেপ্টেম্বর ১০৪৮ সালে ৭৫ বছর বয়সে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। কাবুল থেকে ৯০ কিঃমিঃ অদূরে পশ্চিম আফগানিস্থানের গজনি শহরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ধর্ম চর্চায় আল-বিরুনীর পদ্ধতিসমূহ

বর্তমানে ধর্মতাত্ত্বিকরা ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন, যার উপর ভিত্তি করে এর বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধর্মের দার্শনিক, ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক, মনোস্তাত্ত্বিক, প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়জাত দৃষ্টিভঙ্গি। আল-বিরুনীর সময়কালে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির প্রচলন না থাকলেও ধর্ম চর্চায় তিনি নিজস্ব কিছু পদ্ধতি অনুসরন করতেন। তাঁর মতে, কেউ অন্যের ধর্ম নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে তাকে সে ধর্ম ও সভ্যতা নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন করে পাঠকের সামনে বুদ্ধিভিত্তিক উপায়ে উপস্থাপন করতে হবে। আল-বিরুনীর ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা-চেতনা ও এর পদ্ধতির আসল বৈশিষ্ট্য প্রফেসর জেফরি তাঁর প্রবন্ধ "Al-Biruni's Contribution to Comparative Religion" এ এক বাক্যে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, 'আল-বিরুনীর ধর্ম গবেষণা খুবই তথ্যবহুল, যা বিভিন্ন ধর্ম যেমন: হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিষ্টান, যরথ্রুষ্ট, মানিকিয়ান, গ্রীক, সাবিয়ান, খাওয়ারিজম, আরব পৌত্তলিকতা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পাঠকদের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে (Ataman,২০০৮:৫৯-৬০)।

কিন্তু অনেক সময় ধর্ম নিয়ে তাঁর বিস্তৃত এ পর্যালোচনা ও বর্ণনা থেকে পাঠকরা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়।

আল-বিরুনীর মতে, ধর্মতাত্ত্বিক ও এর গবেষকদের সব ধর্মে সত্য আছে বা সব ধর্মীয় সংস্কৃতির সামাজিক ও ধর্মীয় অভিব্যক্তি সমান এ ধরনের চিন্তা করার চাপ প্রয়োগ ছাড়া সে ধর্মের সত্য ও সঠিক মূল্যবোধ জানার নিখাদ অভিপ্রায় থাকতে হবে। তিনি ধর্ম, ধর্মানুসারী এবং সম্প্রদায়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে যেমন ধর্মীয় মূর্খতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অহমিকা, সংকীর্ণতার মত দোষের বর্ণনা করেছেন, তেমনি সর্বক্ষেত্রে তাদের সার্বজনীনতা, কৃতিত্ব, প্রজ্ঞা, সত্যানুসন্ধিৎসার প্রশংসাও করেছেন। ভারততত্ত্ব বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা ও সংস্কৃতির তুলনা ও বৈপরিত্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরুনীর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। সমালোচনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার গৌণ তথ্যের উপর নির্ভর করতেন না এমনকি তিনি গবেষকদের এ তথ্যের উপর নির্ভর করতে নিষেধও করেছেন। কেননা গবেষণার ক্ষেত্রে এটা মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তিনি তথ্যের মৌলিকত্বের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, গৌণ তথ্যের কারণে সঠিক ও সত্যকে লঙ্ঘন করা হয় যা একজনের মতামতের অবিকল অনুলিপি করার নামান্তর।তিনি কুরআন ও বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে একাজকে নৈতিকতার সাথে অসংগতিপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কুরআনে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর স্বাক্ষীস্বরুপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়" (আন-নিসা ৪:১৩৫)। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, 'আমার অনুসারী হওয়ার জন্য শাসকদের ও রাজাদের সামনে তোমাদের হাজির করা হবে, এভাবে তাদের ও অ-ইয়াহুদীদের সামনে কথা বলার সুযোগ পাবে। তোমাদের যখন ধরে নিয়ে যাবে তখন কিভাবে বলবে, কি বলবে তা নিয়ে চিন্তা করো না, কারণ কি বলতে হবে তা ঠিক সময়ে তোমাদের মুখে যুগিয়ে দেয়া হবে (মথি, ১০:১৮-১৯)।

আল-বিরুনী ধর্ম-বিশ্বাস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয়াদি এড়িয়ে গেছেন। তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কিতাবুল হিন্দে উল্লেখ করেছেন, 'প্রতিপক্ষ হিসেবে বিদ্বেষী হয়ে তাদের (হিন্দু) কুৎসা যেমন করেননি, তেমনি সত্য বিবরণের জন্য তাদের নিজস্ব কাহিনী বর্ণনাতেও কার্পণ্য করেননি যদিও তা ইসলাম তথা সত্যপন্থিদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়। কেননা এগুলো তাদের ধর্মবিশ্বাস, যার সত্যাসত্য ওরাই ভালো বোঝে (হবিবুল্লাহ, ২০১৪:৩)। তুলনামূলক ধর্ম চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ গবেষক শুরুতে নিজেদের মত করে ধর্মের শ্রেণীবিন্যাস করলেও আল-বিরুনী তাঁর দুই বইয়ে ধর্মের শ্রেণীবিন্যাস বা নিজের মনগড়া কোন কথা বলেননি। তিনি কারো ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য তথ্য-প্রমাণাদি হাজির করেননি; বরং নিজের চোখে দেখা একটি সভ্যতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস কখনো দুর্বল হয়নি। তিনি জানতেন, কোন বিদেশী সভ্যতা বা

ধর্ম সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা ও পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা কঠিন ও জটিল ব্যাপার (Sachau, ১৮৭৯:২)। তিনি এ বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে গবেষকদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যবাদিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। গবেষকদের সকল ধরনের গোঁজামিল, চাতুরতা ও মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনকে পরিহার করে উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর যথার্থতা ও সঠিকতা যাচাইয়ের কথা বলেন। সাথে সাথে গবেষণার বিষয়ে যথেষ্ট লেখা-পড়া ও প্রস্তুতি, ধর্মীয় অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সভ্যতা, প্রথা, সংগঠন সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন থাকতে হবে (Sachau, ১৮৭৯:৩)। তিনি নিজেই কোন বিষয় গবেষণা ও লিখতে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা নিয়েছেন। এমনকি হিন্দু ধর্ম গবেষণায় সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে ১৭ বছর সময় ব্যয় করে 'কিতাবুল হিন্দ' লেখেন।

ধর্মচর্চা একটা কষ্টসাধ্য ও কঠিন কাজ। নিরপেক্ষভাবে কোন ধর্ম বর্ণনা করতে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। হিন্দু ধর্ম চর্চায় আল-বিরুনী অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। প্রথমতঃ ভাষার পার্থক্য (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:১৭) হিন্দু ধর্ম বুঝতে ও চর্চা করতে অনেক কষ্টে তিনি সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় কুসংস্কার বা পূর্বধারণা। যেমন, হিন্দুরা ব্রাহ্মণরা অন্যদেরকে অপবিত্র মনে করত। এমনকি আল-বিরুনীও এ উপাধি থেকে রেহাই পাননি। তারা অন্যদের সাথে মেলামেশা বা সম্পর্ক স্থাপন করত না। তাদের সাথে বসা, খাওয়া এমনকি অপবিত্র হয়ে যাবার ভয়ে কোনকিছু পান পর্যন্তও করতেন না (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:১৯-২০)। তৃতীয়তঃ অন্য ধর্ম থেকে তাদের স্বভাব-চরিত্র ও প্রথার ভিন্নতা (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:২০)। চতুর্থতঃ তারা প্রচন্ড আত্মগর্বী ও অহংকারী ছিল। তাদের বিশ্বাস মতে, তাদের মত দেশ, জাতি, ধর্ম, রাজা, বিজ্ঞান অন্যদের নেই (Sachau, ১ম খন্ড,২০০০:২১-২২)। অন্যান্য ধর্ম তথা প্রাচীন ধর্ম চর্চায় সঠিক তথ্যের অপর্যাপ্ততাও তাকে অসুবিধায় ফেলে (Sachau, ১৮৭৯:৩)। এ ধরণের প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে অন্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছেন।'কিতাবুল হিন্দ' ও 'কিতাবুল আছা' আধুনিকতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে ধর্মতত্ত্ব চর্চায় আল-বিরুনীর নিজস্ব কিছু পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক পদ্ধতিঃ

আল-বিরুনীর মতে, কোন ধর্ম বা জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে কিছু জানতে হলে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য ও যেকোন বিষয় সম্পর্কে তাদের নিজেদের অভিব্যক্তি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানতে হবে। এজন্য তিনি ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে, বুঝতে, ও অধ্যয়ন করতে আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ ছাড়া উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় গ্রন্থাদি ও সাহিত্য ছিল তাঁর উৎস মূল (Kamaruzaman, ১৯৯৬:৮৬)। তিনি প্রকৃত উৎস ব্যবহারে খুব সজাগ ছিলেন। কেননা তাঁর মতে, সব

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে অনেক অসত্য বিষয়ও জড়িত থাকে (Sachau, ১৮৭৯:৩)। অতীত ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে পরিচিত বিষয় উল্লেখ করে তা বিশ্লেষণ করেছেন যেন পাঠকের সামনে তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র ফুটে ওঠে (Saliba,১৯৭৯:২৫১)। তাঁর যুক্তি প্রমাণের জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা পর্যালোচনা করেছেন এবং যে সব ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক সুপরিচিত কোন বিষয়ের সম্পৃক্ততা নেই তা যুক্তির নিরিখে প্রত্যাখান করেছেন। তাঁর মতে, যদি কোন বিষয় ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মীয় নিয়ম-নীতির বিপরীত এবং প্রচলিত কোন বিষয়ে সন্দেহ তৈরি করে তাহলে তা পরিতাজ্য হবে।তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় অনেক সাহিত্যের বৈপরিত্য চার্ট আকারে (Sachau, ১৮৭৯:৮২-৮৩) পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে আল-বিরুনী সচেতনতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁর মতে, যখন পাঠক বা গবেষক নিজেদের কোন বিষয়াদি প্রমাণ করতে চাইবে, তখন তাকে অন্য ধর্মের যুক্তি ও প্রমাণাদির সাথে তুলনা করতে হবে। এছাড়া যাদের নিয়ে গবেষণা করবেন তাদের সাথে ঔতপ্রোতভাবে জড়িত হবেন, যাতে সঠিক তথ্য ও প্রমাণাদি পেশ করা যায়। 'কিতাবুল হিন্দ' লিখতে তাঁর কাছে হিন্দু ধর্মের পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ ছিল এমনকি তিনি হিন্দু পন্ডিতদের সাথে এসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতেন (Sachau, ১মখন্ড, ২০০০:২৪)। এছাড়া সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাসন তাঁকে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাহায্য করে। কিতাবুল আছারে তিনি অনেক বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়েছে এবং যেকোন ধর্ম বুঝতে ধর্মীয় গ্রন্থ ও সাহিত্য চর্চা এবং মৌখিক ও সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, ধর্ম চর্চায় গবেষকদের সরাসরি তথ্য সংগ্রহে গুরুত্ব দিতে হবে, যা মিথ্যা ও ভুল তথ্য থেকে পাঠকদের রক্ষা করবে। তিনি নিজেই হিন্দু ধর্ম চর্চায় সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবহার, প্রথা, খাদ্যাভাস, সামাজিক রীতিনীতি, পোশাকাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস ও চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য ও বৈপরিত্য তুলে ধরেন। তবে ধর্মের সঠিক বিশ্লেষক হিসেবে শিক্ষিত তথা ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখ করেন (Sachau, ১মখন্ড, ২০০০:৩৯)। কিতাবুল আছারেও তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এমনকি ইসলাম ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যও তুলে ধরেন। তার কাছে কোন কিছু ভুল বা অকার্যকর মনে হলেও তিনি তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন (Saffie,২০১২:৫৯)।

ধর্মের ব্যবহারিক দিক বিশেষ করে এর প্রতিষ্ঠান, প্রথা এবং উৎসবসমূহ বিশ্লেষণে আল-বিরুনী প্রায়োগিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও এর উৎসব সমূহের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাথে মেলামেশার ফলে তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য, বৈবাহিক সম্পর্ক, পছন্দ-অপছন্দ, খেলা-ধুলা ইত্যাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞতালব্ধ

জ্ঞানের প্রয়োগ করেছেন (Sachau, ২য় খন্ড, ২০০০:১৭৮-১৯৩)। আর গবেষকদের জন্য সঠিকভাবে কোন ধর্ম উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োগিক পদ্ধতির বিকল্প নেই।

সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

আল-বিরুনী প্রাসঙ্গিক ও প্রায়োগিক তথা গ্রন্থগত ও মাঠ পর্যায়ে কাজ করে ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও গবেষক কর্তৃক কোন তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যেবেক্ষণ করা অস্বীকার করেননি। তাঁর লিখিত বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সারগর্ভ পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও সমালোচনামূলক আলোচনার অবতারণা করেছেন। তবে তিনি পর্যবেক্ষণে ছিলেন বিচক্ষণ, বিশ্লেষণে রীতিবদ্ধ, মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তি উপস্থাপনে ক্ষুরধার।তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাপ্য তথ্যের সত্য-মিথ্যা ও বৈধতা যাচাই করে এর যুক্তি ও তথ্যের যথার্থতার উপর নির্ভর করতেন। অযৌক্তিক ও অসংগত বিষয়াদি প্রত্যাখান করতেন। কিতাবুল হিন্দে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে সমালোচনা করলেও সে অর্থে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে তেমন সমালোচনা করেননি (Saffie, ২০১২:৭০)।

কিতাবুল আছারে জনের শিরচ্ছেদ নিয়ে প্রচলিত গল্পের সমালোচনা করেছেন। আল মামুন বিন আহমদ আল-সালামী আল-হারাবী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জেরুজালেমের কলাম (বাবুল আমুদ) গেটে পাথরের স্তুপ দেখেন যা ছোট পাহাড় বা টিলার মত দেখতে। মানুষেরা বলে থাকে যে, এ পাথর জাকারিয়ার পুত্র জনের রক্তের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এই রক্ত নেবুখাদনেজারের খুন হওয়ার আগ পর্যন্ত বুদবুদ আকারে এ পাথরগুলো জ্বালাতে থাকে। আল-বেরুনী এ গল্প প্রত্যাখান করে বলেন, নেবুখাদনেজার জনের মৃত্যুর আরো ৪৪৫ বছর আগে জেরুজালেমে আসেন। পরবর্তীতে রাজা ভেসপাশিয়ান ও টিটাস জেরুজালেম শহর ধ্বংস করেন। যদিও জেরুজালেমের লোকেরা এর ধ্বংসের পিছনে নেবুখাদনেজারকে দায়ী করে (Sachau, ১৮৭৯:২৯৭)। সময় বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি যুক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর বর্ণনার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। উদাহরণ স্বরুপ মুলতানের সূর্য মূর্তি 'আদিত্য' এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা রক্তবর্ণের চর্মে আবৃত একটি কাষ্ঠখন্ড এবং চোখ দু'টিতে রক্তবর্ণের চুনি বসানো। তারা বিশ্বাস করে এটি কৃত্যযুগের তৈরি যার বয়স বর্তমান পর্যন্ত (আল-বিরুনীর সময়) হিসাব করলে ২১৬৪৩২ বছর হয়ে থাকে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম মুলতান জয় করলেও এ শহরের ঐশ্বর্যের পিছনে এই মূর্তিটির অবদান থাকায় না ভেঙ্গে রেখে দেয়। পরবর্তীতে কারমাতিয়ানরা শহর দখল করলে জালাম ইবনে শাইবান এটি ভেঙ্গে ফেলে ও এর পুরোহিতদের হত্যা করে। আল-বিরুনী বলেন, কারমাতিয়ানদের থেকে আজ পর্যন্ত হিসাব করে যদিও ৪৩২ বছর বাদ দিই তারপরও কৃত্যযুগ থেকে হিজরী সাল পর্যন্ত ২১৬০০০ বছর হয়। আমার প্রশ্ন ভারতবর্ষের মত আর্দ্র জলবায়ুতে কাষ্ঠখন্ডটি কেমনে ভাল থাকে তা আল্লাহ ভাল জানে (হবিবুল্লাহ, ২০১৪, ৬৪)।

সাধারণত, আল-বিরুনী ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রেখে খুব সহজ-সরল ভাষায় এর অবতারণা করতেন। তবে ধর্মীয় গ্রন্থে বা বিশ্বাসে কোন বৈপরিত্য থাকলে তিনি তা সবার দৃষ্টিগোচরে এনে বিতর্ক এড়িয়ে পর্যালোচনা ও যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করতেন। হিন্দু প্রথা, মতবাদ ঈশ্বরতত্ব নিয়ে তিনি যৌক্তিক আলোচনা করেছেন। যেমন, হিন্দু নবী নারায়ণ ও দেবতা বাসুদেব এর অবস্থান ও কার্যক্রম আলোচনার পূর্বে তিনি পাঠকদের সামনে প্রকৃতি ও কিছু ঘটনা তুলে ধরেন, যা অদ্ভুতও বটে (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০, ৪৬-৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। জটিল ও বিতর্কিত বিষয়াদি যুক্তির নিরিখে তুলে ধরেন। বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে ইপিসাস গুহায় ঘুমন্ত যুবকদের সংখ্যা নিয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্য (Sachau, ১৮৭৯, ২৮৫-২৮৬)। মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিষয়াদি যুক্তির উপর নির্ভর করে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন।

কোন বিষয়ে প্রাক-ধারণার চেয়ে বিষয়ের উপর ধর্মীয় গ্রন্থ, সত্য ও যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করতেন। নিজের মনগড়া কোন কথা উপস্থাপন করতেন না। বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন কিভাবে, কখন ঘটনাটি হয়েছে বা ঘটেছে। তাঁর মতে, ধর্মীয় গ্রন্থাদির শব্দ ও বাচনভঙ্গি পর্যালোচনা করতে গবেষক নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা না দিয়ে ধর্মীয় বুঝ ও এর মূল দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কোন প্রকার সমালোচনা করতে হলে তা ধর্মের প্রচলিত অর্থের উপর নির্ভর করে করতে হবে। তিনি নিজেই 'কিতাবুল হিন্দ' এ হিন্দু ধর্ম আলোচনায় ধর্মীয় গ্রন্থ ও হিন্দু পন্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই আলোচনা করেছেন (Kamaruzaman, ১৯৯৬: ৯৯-১০০)। তিনি ধর্মীয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কাল নির্ধারণে ধর্মের সমালোচনা না করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধর্মীয় কোন বিষয়ে আলোচনা করতে আল-বিরুনী ধর্মের অনুসারীদের মনস্তাত্বিক দিকও খেয়াল রাখতেন। তিনি ঢালাওভাবে কারো সমালোচনা না করেও বিদ্যমান তথ্যের উপর নির্ভর করে আলোচনা করতেন। কোন বিষয়ে মতানৈক্য বা মতপার্থক্য হলেও পাঠকদের স্বার্থে তাঁর বর্ণনাও করেছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতি

আল-বিরুনী নিজেকে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা ও বিশ্লেষণী পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্তির নিরিখে ধর্মের বিষয়াদি নিয়ে তুলনাও করেছেন। প্রথমে তিনি লিখিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ধর্মীয় অনুসারীদের সাথে তথা তাদের কর্মকান্ডের সাথে মিলাতেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও প্রথার সাথে তুলনা করে একটা উপসংহার বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন (Qudsi, ১৯৭৯:৬০০)। তিনি ভাল করে জানতেন যে, তাঁর বইয়ে উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনা মুসলিম পাঠকদের মনে সন্দেহ তৈরি করতে পারে। এ কারণে পাঠকদের বুঝের জন্য বিভিন্ন ধর্ম ও ঐতিহ্যের অতি পরিচিত বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেন। জেফরি

বলেন, আল-বিরুনী পাঠকদের সামনে হিন্দু ধর্মের মতবাদ যা তারা লালন করে, গ্রিক মতবাদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যতা, সুফিবাদের আত্মার স্থানান্তরিত এবং ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ক তথা সর্বেশ্বরবাদী মতবাদসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথার্থ বর্ণনা ও তুলনা করেছেন (জেফরি, ১৯৫১:১২৮)। তিনি হিন্দু ত্রিসত্বা ব্রাহ্মণ, নারায়ন ও রুদ্রকে খ্রিষ্টান ত্রিত্ববাদ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সাথে তুলনা করেছেন (Sachau, ১মখন্ড, ২০০০:৯৪-৯৫)। কিতাবুল হিন্দে তিনি বিভিন্ন ধর্ম-গোষ্ঠী ও গোত্রের তথ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর মতবাদ, গ্রন্থাদি, প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনাকে কামারুনিয়া (Kamaruzzaman, ১৯৯৬:১০৭) তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. আন্তঃধর্মীয় তুলনা, যেখানে দু'টি ধর্মের মধ্যে তুলনা করেছেন। যেমনঃ হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্ম।

খ. আন্তঃগ্রোত্রীয় তুলনা, যেখানে বিদ্যমান দু'টি গোত্রের মধ্যে তুলনা করেছেন।

গ. স্ব-ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যে তুলনা, যেখানে একই ধর্মের গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা এর তুলনা করা।

আন্তঃধর্মীয় তুলনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রিক ধর্মেও বিভিন্ন বিষয়াদি উল্লেখ করেছেন। কেননা এসময় মুসলমানদের কাছে পৌত্তলিকতা ও গ্রিক সভ্যতা খুব পরিচিত ছিল। তাছাড়া খ্রিষ্ট ধর্ম উদ্ভবের আগে গ্রিক ও হিন্দু ধর্মের চিন্তা-চেতনার মধ্যে অনেক মিল ছিল এবং তাদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মনোভাব একই ছিল (Sachau, ১মখন্ড, ২০০০:২৪)। তিনি গ্রিক, পৌত্তলিক আরব ও হিন্দুদের মূর্তিপূজার উল্লেখ করে বলেন, সবাই মূর্তিকে সৃষ্টি ও স্রষ্টা তথা ঈশ্বরের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপনকারী মনে করত (Sachau,১ম খন্ড, ২০০০:১২৩)। ইসলাম ধর্মের উদাহরণ দিলেও তুলনার ক্ষেত্রে এ ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের কোন বিষয় তুলনা করেননি। তবে কিতাবুল হিন্দে সুফিবাদ (২০০০:৩৩-৩৪) এবং কিতাবুল আছারে শিয়াদের কথা (Sachau, ১৮৭৯:২৯৪) উল্লেখ আছে। তুলনার ক্ষেত্রে সব ধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান এবং প্রকৃত উদ্ধৃতি, বিজ্ঞজনের নাম উল্লেখসহ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

কিতাবুল আছারে আল-বিরুনী আন্তঃগোত্রীয় তুলনা বেশি উল্লেখ করে। বিশেষ করে খ্রিষ্ট ধর্মের সাইরিয়ান, মেলকাইট, নেস্তোরিয়ান গোত্রের উপর আলাদা আলাদা অধ্যায়ে তাদের মিল ও অমিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ইহুদী ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলোচনা ও করেছেন। পার্সিদের নওরোজ ও সৃষ্টি নিয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যেরও উল্লেখ করেন। কিতাবুল হিন্দে স্ব-ধর্মের বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাদি, বহুত্ববাদ, ঈশ্বরবাদ, দর্শন, মতবাদ, সৃষ্টি, বর্ণপ্রথা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান মিল ও অমিলের কথা উল্লেখ করেন। বর্ণপ্রথা নিয়ে সকল গোত্রের সামাজিক অবস্থান, দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেন (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:১০০-১০৪)। হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজার আলোচনায় বিভিন্ন

সভ্যতার মধ্যে তুলনা করে এটা অশিক্ষিত হিন্দুদের থেকে উদ্ভব বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, অল্প শিক্ষিত হিন্দুরা ঈশ্বরের শারিরীক অবয়ব, সন্তান-সন্ততি এবং মনুষ্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:৩৯)। সাথে সাথে উদাহরণ হিসেবে অল্প শিক্ষিত অনেক মুসলমানরা শ্রদ্ধাবোধ থেকে নবী, কা'বা ও মক্কার ছবিতে চুমা দেয়ার কথাও উল্লেখ করেন (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:১১১)। তবে শিক্ষিত হিন্দুদের ঈশ্বর বিশ্বাস বর্ণনা করতে যেয়ে ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তারা এমন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি এক, অদ্বিতীয়, অবিনশ্বর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, দয়াময়, মহাজ্ঞানী, হুকুমদাতা, প্রতিপালক, সর্ব-শক্তিমান, যার শুরু-শেষ নেই, যার সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীত, কোন কিছু তাঁর তুল্য নয়, অন্য কিছুও তাঁর মত নয় (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:২৭-৩১)। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের সুরা এখলাসের সাথে মিলে যায়।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি

আল-বিরুনী ধর্ম আলোচনায় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কিতাবুল হিন্দের শুরু দিকে বলেন, ধর্ম নিয়ে আলোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অন্য ধর্মের সাথে বিবাদ বা বির্তক তৈরির জন্য নয় বরং ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনা ও বর্ণনা প্রতিভাত করাই আসল উদ্দেশ্য। তিনি কোন প্রকার পূর্ব-ধারণা ছাড়া হিন্দুরা যা লালন করে তাই বর্ণনা করেন। তাদের নিজস্ব শব্দ ও মতবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণাদিও পাশাপাশি তাদের সাথে মিশে যা প্রত্যক্ষ করেন তাই হুবহু বর্ণনা করেন। কেননা সঠিক বর্ণনা ও চিত্র ছাড়া কোন কিছু বর্ণনা করলে সে সম্পর্কে প্রজন্ম পরম্পরায় অন্যদের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাবে এবং দ্বন্দ্বের উস্কানি দিবে। এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল-বিরুনী পূর্ব-ধারণা মোতাবেক কিছুই বলতেন না; বরং যা প্রত্যক্ষ করতেন, বুঝতেন, জানতেন তাই উল্লেখ করতেন। এ কারণে তিনি পক্ষপাতহীনভাবে প্রাচীনকালের অনেক ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে অর্থবহ ও তথ্যবহুল গবেষণা করতে সক্ষম হন। তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গি ও আলোচিত বিষয়ে বর্ণনার গভীরতা দেখে তাকে ঐ সমস্ত ধর্মের অনুসারী মনে হত। এ কারণে Sachau (Sachau, ১৮৭৯: x) বলেন, আল-বিরুনী ছিলেন প্রাচ্য শিক্ষা ও সাহিত্যে ইতিহাসের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। একজন সত্য সন্ধানী ও প্রত্যক্ষদর্শী গবেষক হিসেবে তিনি কোন কর্মকান্ডের বা আচার-অনুষ্ঠানের মূল কারণ অনুসন্ধানে ছিলেন দক্ষ। যেকোন ঘটনা বা ইতিহাসের পিছনের কারণ উদঘাটনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর গবেষণা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম গবেষণায় প্রকৃত ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং এর ঐতিহাসিক কারণ ও উদাহরণসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত।

সংলাপ পদ্ধতি

ধর্ম গবেষণায় আল-বিরুনী সংলাপ পদ্ধতিও অনুসরণ করেন। তাঁর বই কিতাবুল হিন্দে এ পদ্ধতির অবতারণা করেছেন যাতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক পাঠক তাদের সাথে সংলাপ বা কথোপকথন করতে পারে। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হিন্দু ধর্মে বিদ্যমান জটিল ও অস্পষ্ট বিষয়াদি নিয়ে তাদের সাথে সংলাপ করা প্রয়োজন (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:১৭)। বর্তমান ধর্মতত্ত্বের গবেষকদের মতে, ধর্ম চর্চার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সব ধর্মের সার্বজনীন একটা পরিবেশ তৈরি করা এবং বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিত করা (Ataman,২০০৮:৬৭)। আল-বিরুনী নিজেই তার বই লেখার মূল কারণ হিসেবে বলেন, একদিন তাঁর বন্ধু আবু সাহল তাকে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যা জানে তা লেখার অনুরোধ করে যাতে মুসলমানদের থেকে ইচ্ছুক গবেষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের (হিন্দু) সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং যারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত আছে তারা আরো বেশি তথ্য পেতে পারে (Sachau, ১ম খন্ড, ২০০০:৭)। তাঁর এ বক্তব্যই প্রমাণিত হয় তখনকার সময় অনেক মুসলমান তাদের সাথে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করত। আল-বিরুনীর উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং পর্যালোচনার বিকল্প নেই। সাথে সাথে প্রত্যক্ষভাবে তাদের সাথে সংলাপ এবং কথোপকথন করা এবং সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে সচেতনতাও আবশ্যক।

গবেষণা ফলাফল

বিভিন্ন ধর্ম চর্চায় মুসলিম মনীষীদের অবদান ও স্বতন্ত্র গবেষণা পদ্ধতি সর্বজন স্বীকৃত। বক্ষমান প্রবন্ধে আবু রায়হান আল-বিরুনী ধর্ম গবেষণায় যে সমস্ত পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যায়।

ক. ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর আলোচনা উপস্থাপনে আল-বিরুনী ছিলেন সত্যবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ। উদ্ধৃতি ও উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৌলিক ও প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করার পাশাপাশি ভুল ও মিথ্যা ঘটনা বা তথ্যের ভিতর থেকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য পর্যালোচনা করে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য বর্ণনার সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল আল-বিরুনীর।

খ. তিনি কোন বিষয় আলোচনা করতে হলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থাদির পাশাপাশি তাদের গবেষক ও মনীষীদের নির্ভরযোগ্য পুস্তকাদি থেকে উৎস ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধর্মীয় অনুসারীরা কোন বিষয় যেভাবে বিশ্বাস করত বা পালন করত তিনি সেভাবে তা উপস্থাপন করছেন। তবে ধর্মীয় বিষয়াদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষিত

মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনকে ধর্মের মূল শিক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে তাঁর মতে, অশিক্ষিত বা সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় কোন প্রথা বা অনুশীলন উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও তা ধর্মকে উপস্থাপন করে না (Kamaruzaman, ১৯৯৬:৯১-৯২)।

গ. আল-বিরুনীর গবেষণা পদ্ধতি এটিই প্রমাণ করে যে, ধর্ম চর্চায় পুঁথিগত বিদ্যা ও প্রয়োগিক পদ্ধতি দু'টিরই প্রয়োজন আছে। পুঁথিগত বিদ্যা আমাদেরকে ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় এবং প্রয়োগিক পদ্ধতি ধর্মের ব্যবহারিক বিষয় বুঝতে সাহায্য করে। আল-বিরুনী উভয় পদ্ধতির আলোকে হিন্দু ধর্মসহ সকল ধর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় গ্রন্থে বিদ্যমান নীতির সাথে সাথে সমাজে প্রচলিত বিষয়াদি ও এর পার্থক্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঘ. ধর্ম গবেষণায় সমালোচনামূলক পদ্ধতি অস্বীকার করা যায় না। তবে এজন্য আল-বিরুনী কিছু মৌলিক নীতিমালার উল্লেখ করেছেন।

১. সমালোচনা হতে হবে যৌক্তিক যার ভিত্তি হবে স্ব-স্ব ধর্মীয় গ্রন্থ এবং গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ হতে হবে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়নের নিরিখে।

২. যে সমস্ত বিষয় সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সত্য হিসেবে গণ্য হবে। কোন বিশ্বাস, তথ্য ও বাচনভঙ্গি নিয়ে সমালোচনা করতে হলে স্ব-স্ব ধর্মের গ্রন্থাদি বা তাদের গবেষক ও পন্ডিতদের ব্যবহৃত অর্থে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করতে হবে।

৩. সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন দল বা গ্রুপের সমর্থক না হয়ে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং বিপরীত দলের যুক্তি-তর্ক বিবেচনায় এনে বুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তির আলোকে নিজের বক্তব্য বা বর্ণনা তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া ধর্মসমূহের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে সবার ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা সমানভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

যাহোক, আল-বিরুনী সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়াদি ও তথ্যের যথার্থতার উপর নির্ভর করতেন। তিনি বলেন, আমি কোন প্রকার সমালোচনা ছাড়া অধিকাংশ কাজ করার চেষ্টা করেছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমালোচনা করার যুক্তিসংগত কারণ পেয়েছি (Sachau, ১ম খন্ড,২০০০:২৫) ।

ঙ. আল-বিরুনীর তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর অতি পরিচিত সাদৃশ্য ও মিলের বিষয়াদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। এটি তুলনামূলক ধর্ম গবেষণার গ্রহণযোগ্য ও উত্তম পদ্ধতি, যা দুই ধর্মেরও অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য

করে (Sharpe, ১৯৭৫:২৫১) এবং ভুল বঝাবুঝি দূর করে। তিনি কারো সংশোধন কিংবা বড়ত্ব প্রকাশ না করে প্রকৃত সত্য, সঠিক জ্ঞান ও বুঝ প্রদানই ছিল মূল লক্ষ্য। এছাড়া তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় আন্তঃধর্মীয়, আন্তঃগ্রোত্রীয় ও নিজ-ধর্মের বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি সমালোচনামূলক অর্ন্তদৃষ্টি, সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক মনোভাবের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ধর্মতত্ত্বের গবেষকদের সঠিক ও যথার্থ তথ্য ও উদ্ধৃতির আলোকে ধর্মের সাথে ধর্ম, গোত্রের সাথে গোত্র এবং বিষয়ের সাথে বিষয় তুলনা করা উচিত।

উপসংহার

আল-বিরুনী ছিলেন সত্য-সন্ধানী বাস্তবধর্মী একজন লেখক ও গবেষক যিনি প্রাচীন ও বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর পদ্ধতিগতভাবে পক্ষপাতহীন, যুক্তিনির্ভর মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা করেছেন। সমাজ ও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি, চুলচেরা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ, সূদুরপ্রসারী ভাবনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা। হিন্দু ধর্মসহ যেকোন ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠানাদি, প্রথা, শিক্ষা-সাহিত্য ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানতে এবং অন্য ধর্ম কিভাবে চর্চা করতে হয় তার একটি চিত্র আল-বিরুনী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি শুধু তাঁর যুগে না; বরং সর্বকালের একজন সেরা ব্যক্তিত্ব যার স্বীকৃতি ছাড়া আধুনিক গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মের ইতিহাস পরিপূর্ণ হবে না (Nasim,১৯৭৯:৫৭৮)। তাঁর ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ ধর্মের প্রকৃত ও নিগুঢ় রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করে। তিনি অন্য ধর্ম সংশোধনের চেয়ে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আল-বিরুনীর সময়কালে ধর্ম চর্চায় বর্তমানকালের মত কোন পদ্ধতি না থাকলেও আলোচনান্তে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মূলত প্রত্যক্ষ, প্রায়োগিক, সমালোচনামূলক এবং তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

হবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ (অনু.), (২০১৪), আল-বিরুনীর ভারততত্ব, ঢাকাঃ দিব্য প্রকাশ।

Ahmed, Nafis, (1979), "Some Glimpses of Al-Biruni as a Geographer" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 141.

Al-Biruni, Abu Rayhan Muhammad, (1879), *The Chronology of Ancient Nations, al-Athar all-bakiyah anil kurun albakiyah or monuments or Vestiges of generations of the Past*, Trans. and Ed. by Edward C. Sachua, London: William H. Allen & Co.

Allana, G., (1979) "Abu Raihanan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni (973 A.D.-1048A.D.): A Restless Genius in Search Knowledge" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 149-157.

Ataman, Kemal, (2008), *Understanding Other Religions: Al-Biruni and Gadamer's "Fusion of Horizons"*, Washington: The Council for Research in Values and Philosophy.

Aziz, Ghulam Rabbani, (1979), "Al-Biruni and His Academic Conquests" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 158-159.

http://www.quran.gov.bd/ retrived 04.11.2015

http://www.worldbulletin.net/haber/127416/the-qarmatians-the-worlds-first-enduring-communistic-society, Retrived 09.11.2015.

https://en.wikipedia.org/wiki/Qarmatians, retrived 09.11.2015.

https://give.bibleleague.org/resources/bible-download/bengali-bible, retrived 04.11.2015.

Jeffery, A., (1951), "Al-Biruni's Contributions to Comparative Religion" in *Al-Biruni: Commemoration Volume*, Iran Society, Calcutta, 128.

Kamaruzaman, Kamar Oniah, (1996) *Early Muslim Scholarship in Religionswissenscaft: A case study of the works and Contributions of Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Kamiar, M., (2009), *Brilliant Biruni: A Life Story of Abu Rayhan Mohammad Ibn Ahmad*, Maryland: Scarecrow Press Inc.

Leaman, Oliver (Ed.), (2015) *The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy*, London & New York: Bloomsbury Publishing.

Nasim, K.B., (1979) "Al-Biruni as an Astrologer" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 578-581.

Nasr, Sayyed Hossein, (1993) *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*, New York: State University New York Press.

Qudsi, Obaidullah (1979) "Al-Biruni's Methodology and Its Sources" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 594-604.

Sachau, Edward C. (Trans. and Ed.), (2000) *Al-Biruni's India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India*, Vol. 1 & 2, London: Rutledge.

Saffie, Siti Nurleha bt. (2012) *Methodology of Al-Biruni (973-1051) and Al-Faruqi (1921-1986) in the study of Religions: A Comparative Study*, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.

Said, Hakim Mohammad, and Khan, Ansar Zahid, (1990) *Al-Biruni: His Times, Life and Works*, Delhi: Renaissance Publishing House.

Saliba, George A., (1979) "Biruni and Bar Shinaya" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 251-259.

Shamsi, F. A., (1979) "Abu Al-Raihan Muhammad Ibn Ahmad al-Biyruni 362/973 CA. 443/1051" in *Al-Biruni Commemorative Volume*, Hakim Mohammed Said (ed.), Karachi: The Time Press, 260-288.

Sharpe, J. Eric, (1975), *Comparative Religion*, New York: Charles Scribner's Sons.

Syed, M. H., (2009) *Biographical Encyclopedia of Islam*, Vol. 3, New Delhi: Anmol Publications PVT. Ltd. X.